মাসিক
কমপিউটার জগৎ
জুন ১৯৯৫

সম্পাদকের দফতর থেকে

ধাপে ধাপে, কিন্তু সুষ্ঠুভাবে, নিশ্চিত শুদ্ধতায়

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কমপিউটার ব্যবহার কিংবা নির্বাচন কমিশনের ভোটার ডাটাবেস ও আইডি কার্ডে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অথবা স্কুল-কলেজে কমপিউটার প্রদান জাতির ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ। কিন্তু পুরাতন ঐতিহ্যগত অবস্থান থেকে এই উচ্চতর আধুনিকতম সোপানে কদম বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব ন্যাস্ত মহলকে আমরা একটি ভ্রান্তি এড়ানোর পরামর্শ দিয়ে এ ব্যাপারে সামাজিক উৎকণ্ঠা নিরসনের ব্যাপারে দুটো কথা বলতে চাই।

তথ্য প্রযুক্তিসহ যে কোন প্রযুক্তি যে আলাদীনের চেরাগ নয়, এবং প্রযুক্তি প্রয়োগের সাফল্য যে, দেশ ও সমাজের বিদ্যমান অবস্থা থেকে ধাপে ধাপে গড়ে তুলতে হয়, এই সতর্কতার অভাব দেখা দিয়েছে গোড়া থেকে। এটা ঘটেছে দুটি কারণে। প্রথমতঃ নীতিনির্ধারক ও প্রশাসকরা তাদের অপরিমেয় কাজের চাপ কমানোর জন্য কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেবার সময় এ নবপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করেননি এবং প্রযুক্তিদাতারা মেশিন বা সার্ভিস বিক্রির ব্যাপারে যতটা উৎসাহ দিয়ে কথা বলেছেন তার সাথে সম্ভাব্য সমস্যার কথা কর্তৃপক্ষকে জানাননি। আমাদের প্রশাসকদের প্রযুক্তিজ্ঞানের অভাব এবং প্রযুক্তিদাতা বা প্রযুক্তি বাহকদের বেচাবেচির মানসিকতার কারণেই তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে জাতির ইতিবাচক সিদ্ধান্তের রূপায়নের পর্বে কিছুটা হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ধাপেধাপে, কিন্তু ভালভাবে, নিশ্চিত শুদ্ধতায় উপনীত হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম। একবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত স্তরে যাওয়ার চেষ্টার ফলে সমাজের মধ্যে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছে। সরকার ও প্রযুক্তিদাতা এবং তার প্রয়োগকারী মহল এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য সমাজের উৎকণ্ঠাকে গুরুত্ব দিলে ভাল করবেন। বুয়েট অধ্যাপকদের ও শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষকে ফলাফল প্রস্তুতির কমপিউটারের পাশাপাশি ২/১ বৎসর ম্যানুয়েল পদ্ধতি রান করতে কমপিউটার জগৎ মারফত বলা হয়েছিল। তাঁরা সে পরামর্শ শুনলে এখন সিস্টেমের ত্রুটি কেটে গিয়ে কমপিউটার আসলেই যাদুর চেরাগ হয়ে উঠতো। এখনও সে সুযোগ আছে।

নির্বাচনের জন্য ভোটারদের ডাটাবেস তৈরি যমুনা সেতুর পর জাতির অন্যতম বৃহত্তম ও ব্যাপক কর্মোদ্যোগ এই কর্মসূচী তথ্য প্রযুক্তির সাথে আমাদের ব্যাপক জনগণকে পরিচিত করে তুলবে এ কারণেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই ব্যয়বহুল প্রকল্প হাতে নেবার সময় থেকে বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করা উচিত ছিল। কিন্তু ভোটার তালিকাভুক্তির ফরম তৈরির কাজটাও যে নির্বাচন কমিশন কোন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে করেননি তা এখন বোঝা যাচ্ছে। করলে বর্তমান সঙ্কটের উদ্ভব ঘটতো না। এখন বাস্তবায়ন পর্বে এসে আটকা পড়ে বিশেষজ্ঞ সন্ধান নিতান্ত বোকামীর ঘটনা। প্রযুক্তি ব্যবহার নিতান্ত সিদ্ধান্ত ও সার্ভিস কেনার ব্যাপার নয়– এর জন্য মেধা-বুদ্ধি-সাধনা-শ্রম ও বিশেষজ্ঞতার দরকার আছে। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সতর্ক থাকলে ভাল করতেন।

স্কুল কলেজে কমপিউটার ব্যবহারে দশ বছরের অভিজ্ঞ ভারত ১৫ হাজার টাকায় অতি সাধারণ একটি ব্যবহার করছে। দশ বছর অতি সাধারণ কমপিউটার ব্যবহারের পর ভারত আংশিকভাবে 386-এ যাচ্ছে আগামী বছর থেকে। প্রতিবেশী দেশসমূহের উদাহরণ বা এ দেশের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না নিয়ে যন্ত্র বিক্রেতা ও প্রশাসকরা আমাদের দেশের স্কুল-কলেজে মাত্র ২ মাস নামমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন সাধারণ শিক্ষকের উপর ভরসা করে আড়াই লাখ টাকার এক একটি 486DX2 ও প্রিন্টার দিচ্ছেন গুটি কয়েক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। দামটাও ভীতিকর। এ ভীতির কারণে কাউকেই কমপিউটার ধরতে না দিলে স্কুল-কলেজে কমপিউটার ঘোমটা ঢাকা অবস্থায় ২/৪ বছর রয়ে যাবে কেবলমাত্র অবসোলিট হওয়ার জন্য।

সার্ভিস ও যন্ত্র বিক্রেতা এবং প্রশাসকদের মাঝে কোন পেশাদার বিশেষজ্ঞের সেবা সরকার গ্রহণ করলে এ অবস্থার সৃষ্টি হতো না। স্কুলে উচ্চ মূল্যের পিসি পাঠানোর জন্য যন্ত্র বিক্রেতারা যখন পরামর্শ দিচ্ছেন তখন আমরা বলছি, বিদেশ থেকে প্রয়োজনে রিকন্ডিশন্ড 386 ১৫ হাজার টাকা দরে এনে সম্ভাব্য সকল স্কুল কলেজকে দিন–তাতে সত্যিকার ব্যাপক পরিচিতি ও প্রশিক্ষণের আবহাওয়া তৈরি হবে।

আমাদের দেশে জাতির উন্নতির জন্য ইতিবাচক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তার উপর কিছু কায়েমী স্বার্থকে ব্যবসা ও টুপাইসের লোভে কর্মসূচীতে বিকৃত কানাগলিতে পুরে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা চলে। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এটা কম হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রবণতাটা খুব প্রবল।

আমাদের নীতি নির্ধারকরা ধাপে ধাপে, সামান্য থেকে উচ্চতর স্তরে যাবার নীতি গ্রহণ করলে এসব বিকৃতির বাহকরা সুযোগ পাবেন না।

পরিশেষে তথ্য, প্রযুক্তি বিষয়ক সকল গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মকান্ডে নিঃস্বার্থ ও দেশপ্রেমী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বাস্তব ভিত্তিক সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আবারও আমরা আহবান জানাচ্ছি।

উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ
সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
সম্পাদনা সহযোগী
☐ মোঃ জিয়াউদ্দিন ☐ মাসুদুর রহমান
☐ আসিফ মাহমুদ ☐ এইচ এস ফিরোজ
☐ জহিরুল করিম ☐ জহির হোসেন
☐ দীনা ইনাম ☐ রেহানা আখতার
☐ এ মল্লিকা রাজ ☐ শম্পা মাহমুদ
বিদেশ প্রতিনিধি
তানভীর আহমেদ সেলিম — আমেরিকা
ডঃ খান মনজুর-এ-খোদা — কানাডা
ডঃ এস, মাহমুদ — বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী — অষ্ট্রেলিয়া
এ.এস.এম. আশরাফুল হক — চীন
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান — পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ — জাপান
আবুল কাশেম মিয়া — জাপান
এস, ব্যানার্জী — ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা — সিংগাপুর
এন,এম, জামাল — সুইডেন
মোঃ হাফিজুর রহমান — হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ — মধ্যপ্রাচ্য
প্রচ্ছদ ঃ মোমেনটাম, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬ ফ্যাক্স ঃ ৮৬২১৯২
মুদ্রণে ঃ ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
সালমা ফেরদৌস খীথি
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক
এম, এ, হক অনু
প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬; ফ্যাক্স ঃ ৮৬২১৯২

দাম ঃ প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা নগদ, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংকড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

লেখক সম্পাদক ঃ ☐ রেজাউল করিম ☐ আবদুল হালিম ☐ গোলাম নবী জুয়েল ☐ মোঃ হাসান শহীদ